অবশেষে মাইনাস টু ফর্মূলার বাস্তবায়ন। অতঃপর......

আব্দুর রহমান আবিদ

কোনরকম ভূমিকা বা ভনিতার অবতারনা না করে সরাসরি মূল বক্তব্যে চলে যাওয়াটাই বোধহয় ভাল। প্রথমে শেখ হাসিনা এবং পরে খালেদা জিয়া - অবশেষে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ বছরের জানুয়ারীতে বর্তমান আর্মি-ব্যাক্ড্ (army-backed) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে "মাইনাস টু ফর্মূলা" বলে যে জোর গুঞ্জন উঠেছিল, কৌশলগত কারনে সে সময় তার বাস্তবায়ন না ঘটলেও আট মাস পরে এসে আমরা তার বাস্তবায়ন দেখতে পেলাম। এরশাদের পতনের পর, নব্বুই থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত বিগত ষোল বছরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার অবিস্মরনীয় উত্থান, ক্রমে নিজ নিজ দলের মধ্যে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছানো এবং অতঃপর দলের মধ্যে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়া - এর সবটাই আমরা বাংলাদেশের মানুষরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের প্রকাশ্য সমর্থক নই। তবে নীতিগত এবং আদর্শগত কারনে আওয়ামীলীগের প্রতি কিছুটা দুর্বলতা এবং সেই অর্থে খানিকটা মৌন সমর্থন আছে। তবে ব্যক্তি পুজায় কোনদিনই আমার বিশ্বাস নেই। আমার বিবেচনায় শেখ হাসিনার মূল্যায়ন হওয়া উচিত দেশের অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, আওয়ামীলীগের প্রধান হিসেবে এবং একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি কতখানি সফল কিম্বা অসফল ছিলেন, তার উপর নির্ভর করে; 'বঙ্গবন্ধুর কন্যা' কিম্বা 'জাতির জনকের কন্যা' হিসেবে নয়। তার গ্রেপ্তারে বাংলাদেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে 'কেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা কারাগারে?', 'কেন জাতির জনকের কন্যা কারাগারে?' ইত্যাদি বলে বুক চাপড়িয়ে মাতম করার কোন কারন দেখিনা আমি। তাছাড়া সত্যি বলতে কি, আওয়ামীলীগের প্রধান হিসেবে কিম্বা বাংলাদেশের একসময়কার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার সফলতা কম-বেশী প্রশ্ন সাপেক্ষ যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার - গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের গেল ষোল বছরের ইতিহাসে একটা দলের প্রধান হিসেবে এবং এক টার্ম প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তিনি কখনই এসবের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তবে যে পদ্ধতিতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে তাকে মাইনাস করতে চাচ্ছেন, সেটা নিঃসন্দেহে প্রশ্ন সাপেক্ষ।

এবার খালেদা জিয়ার ব্যাপারে একটু বলি। ছেঁড়া গেঞ্জি আর ভাঙ্গা সুটকেস নিয়ে যার স্বামী বাংলাদেশে রাজনীতি শুরু করেছিলেন, যার স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশের তরুণ প্রজন্মের বড় একটা অংশ একসময় বিএনপি'র পতাকাতলে এসে সামিল হয়েছিল এবং যারই ফলশ্রুতিতে এদেশে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হবার পর দীর্ঘসময় ধরে তার দল জনগণের ভোটে সংসদে সংখ্যাগরিষ্টতা পেয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, সেই খালেদা জিয়া সীমাহীন দূর্নীতি (প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ), ক্ষমতার চরম অপব্যবহার এবং নির্লজ্জ স্বজনপ্রীতির যে ইতিহাস বাংলাদেশে রচনা করে গেলেন, তা এক কথায় আনপ্যারালেল (unparallel)। তবে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে পদ্ধতিতে বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে তাকে মাইনাস করতে চাচ্ছেন, তা অবশ্যই প্রশ্ন সাপেক্ষ।

কোন সন্দেহ নেই, খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত রেষারেষি বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলকে এমন এক মুখোমুখি সংঘাতপূর্ণ অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়েছিল এবং ব্যক্তি পুজা এই দুই দলকে এমন এক গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছিল এবং যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে কষ্টার্জিত গণতন্ত্র একটা পর্যায়ে এসে যেভাবে স্থবির হয়ে পড়েছিল, তাতে এই দুই ভদ্রমহিলার অপসারন ছাড়া মনে হয়না এ অবস্থা থেকে কোন মুক্তি ছিল। এবছরের ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল, এই দুই মাস বাংলাদেশে কাটিয়ে আমার এটাই মনে হয়েছে যে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকান্ডে, বিশেষ করে দূর্নীতির অভিযোগে মাথা মাথা সব রাজনীতিবিদদের গ্রেপ্তারে বাংলাদেশের সাধারন মানুষ যারপরনাই খুশী। কেবল সেনাবাহিনী না, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাহসী কার্যক্রমগুলোর খুঁটি অনেকখানিই যে ব্যাপক জনসমর্থন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্ততঃ এতদিন পর্যন্ত সেটাই ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও শুরু থেকেই বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাহসী কার্যক্রমগুলোর প্রতি মৌন নৈতিক সমর্থন দিয়ে এসেছি নীতিগত কারনেই। তবে গত কয়েক মাস যাবৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করে তাদের সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতা নিয়ে রীতিমত সন্দিহান হয়ে পড়েছি।

বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীর মধ্যে দূর্নীতির বিরুদ্ধে অন্যতম উচ্চকন্ঠ, মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুল মতিন একসময় বিএনপি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দূর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক হয়েছিলেন (২০০২ - ২০০৪)। শোনা যায়, অনিয়ম এবং কর্মে অদক্ষতার অভিযোগে (এবং ব্যক্তিগত রেষারেষির কারনে) খালেদা জিয়া তাকে ব্যুরো থেকে অপসারন করেছিলেন। ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেনের জাতীয় পার্টির সাথে একসময়ের সম্পৃক্ততা সর্বজনবিদিত। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, ফকরুদ্দীন আহমেদ, তপন চৌধুরী কিম্বা এই তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীর বাকি যে সদস্যদরা আছেন, তাদের প্রত্যেকেরই পেছনের কর্মজীবনে কোন না কোন স্পট্ (কালিমা বলা হয়ত উচিত হবে না) আছে। আফটার অল, ইনারা তো বাংলাদেশেরই মানুষ, আসমান থেকে তো আর নেমে আসেননি। এই মানুষগুলোই আজ যখন রাঘব-বোয়াল দূর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে তাদের খুঁটির জোর আসলে কোথায়। কার ঘাড়ে কটা মাথা যে বাংলাদেশের মুকুটহীন সম্রাট, তারেক জিয়াকে, অতঃপর শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটকে রাখে? যে স্কিম্ বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকার হাতে নিয়েছে, সেটা হাফ্ ডান্ (half done) করে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে তাদের কারো ঘাড়ে মাথা কি আর আস্ত থাকবে? এটা তো পাগলেও বুঝবে। সুতরাং, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং বল্ নিজেদের কোর্টেই থাকবে - এহেন সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা ছাড়া আগুন নিয়ে এমন বাঁচা-মরার খেলা কেউ নিশ্চয় খেলতে সাহস করবে না।

কাজেই যা ঘটছে, তা দুয়ে দুয়ে চার মেলানোর মতই। ঘরোয়া রাজনীতি যখন নিষিদ্ধ ছিল, তখন মান্নান ভুঁইয়ার বাসায় দফায় দফায় মিটিং বসেছে তথাকথিত সংস্কার নিয়ে। অথচ, দূর্নীতির দাঁড়িপাল্লায় মাপলে ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা আর মান্নান ভুঁইয়ার পার্থক্য হবে হয়ত উনিশ-বিশ। মওদুদ আহমেদ আর সাইফুর রহমানের বেলাতেও তাই। তাহলে তত্বাবধায়ক সরকারের এই দ্বৈত নীতি কেন? কেবল রাজনীতির কারনে স্ত্রীকে যিনি হারিয়েছেন, সেই জিল্লুর রহমানের কিম্বা সারাজীবন রাজনীতি করেছেন কিন্তু ক্ষমতার সুবিধা নেননি, সেই সাজেদা চৌধুরীর মত ত্যাগী রাজনীতিবিদদের চলাফেরায়, কথাবার্তায় যখন নিয়ন্ত্রন আরোপ করেছে সরকার, তখন তোফায়েল আহমেদ, আমির হোসেন আমু কিম্বা আব্দুর রাজ্জাকের মত সুবিধাবাদী নেতাদের বাসায় দফায় দফায় কিভাবে মিটিং বসেছে তথাকথিত সংস্কার নিয়ে?

সংস্কার কে না চায়? শেখ হাসিনা কিম্বা খালেদা জিয়া নিজ নিজ দলে যে চরম অগণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, স্বেচ্ছাচারিতার যে নির্লজ্জ উদাহরন স্থাপন করেছিলেন, তা ভেঙ্গে দলগুলো যেন সত্যিকারের গণতান্ত্রিক দল হিসেবে পুনঃ অধিষ্ঠিত হতে পারে, সে ব্যাপারে তত্বাবধায়ক সরকারের এবং নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক পদক্ষেপ এবং গাইডলাইনগুলো নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু তারপর এহেন খোলাখুলিভাবে মান্নান ভুঁইয়া কিম্বা আমির হোসেন আমু'র পক্ষাবলম্বন কেন? আমাদেরকে বুঝতে হবে, বিএনপি এবং আওয়ামীলীগ কেবল দু'টো রাজনৈতিক দলের নাম নয়, বরং দু'টো ইনষ্টিটিউশনের নাম; স্বাধীন বাংলাদেশের পঁয়ত্রিশ বছরের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত দু'টো বৃহৎ ইনষ্টিটিউশন এবং আমাদের কষ্টার্জিত গণতন্ত্রের ফসল, যা খালেদা জিয়া কিম্বা শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কাজেই, শেখ হাসিনা কিম্বা খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতে দল দু'টোর নেতৃত্বে কে বা কারা আসবেন, সে সিদ্ধান্ত নেবেন স্ব স্ব দলের নেতা-কর্মীরা; তত্বাবধায়ক সরকার নিশ্চয় নয়। যে কোন সৎ সরকারের কর্মপন্থা হলো, একটা প্রতিষ্ঠিত ইনষ্টিটিউশনকে রক্ষা করা, ভেঙ্গে ফেলা নয়। অথচ বর্তমান আর্মি-ব্যাক্ড্ তত্বাবধায়ক সরকার বিএনপি এবং আওয়ামীলীগকে নিয়ে যে গেম্ প্লে করছে, তা পরিস্কারভাবে ইনষ্টিটিউশন ধ্বংস করার গেম যার ফলাফল মোটামুটি পরিষ্কার - তথাকথিত সংস্কারের নামে মান্নান ভুঁইয়া গংদের নেতৃত্বে মূলধারার বিএনপি থেকে বের হয়ে যাবে একটা অংশ এবং খালেদাপন্থী বিএনপি হবে আরেকভাগ। অপরপক্ষে, আমির হোসেন আমু গংদের নেতৃত্বে মূলধারার আওয়ামীলীগ থেকে বের হয়ে যাবে একটা অংশ এবং হাসিনাপন্থী আওয়ামীলীগ হবে আরেকভাগ। অতঃপর নির্বাচন হলে যে সরকার হবে, তা হবে যগাখিচুড়ি মার্কা দুর্বল সরকার। বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের আশির্বাদপুষ্ট মান্নান ভুঁইয়া গংদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা মোটামুটি নিশ্চিত। আফটার অল, বিএনপি'র গেল পাঁচ বছরের সুপরিকল্পিত সেট-আপ এর পুরোটা তো এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। তাছাড়া, বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যদের এবং পর্দার আড়ালের ক্ষমতাবান সেনাসদস্যদের অধিকাংশই বিএনপি ব্লকের। কাজেই বোধহয় ধারনা করা যায়, দেশে এখন নির্বাচন হলে ক্ষমতায় কারা আসবেন। আর বিরোধীদলে যারা থাকবেন, তাদের মধ্যেও বড় একটা অংশ থাকবেন বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের আশির্বাদপুষ্ট। তাহলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে?

নির্বাচন হলেও ক্ষমতায় বসবে আর্মিদের আশীর্বাদপুষ্ট একটা পুতুল সরকার। বিরোধীদলের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ হবে পুতুল বিরোধীদল। এদের সবার জবাবদিহিতা হবে মূলতঃ আর্মিদের কাছে, জনগণের কাছে নয়। একটা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকারকে ম্যানেজ করার মত শত ঝামেলা পোহাতে হবেনা তখন ভারত বা আমেরিকার। দু'চার জন খাঁকি

পোষাকের মানুষ আর মান্নান ভুঁইয়া/আমির হোসেন আমু গংদের দু'চার জনকে ম্যানেজ করলেই নিজেদের সব স্বার্থ আদায় করতে পারবে ভারত এবং আমেরিকা; যেমনটা আমেরিকা এখন পারছে পাকিস্থানে। কাজেই, বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকান্ডের প্রতি এই দুই দেশের গোপন সমর্থনের কারন বোধগম্য না হওয়ার বোধহয় কারন নেই।

অতএব, বাংলাদেশ ক্রমশঃ যে পরিনতির দিকে এগুচ্ছে, তাতে আর্মির ফ্রন্ট ফেইসে (front face) চলে আসা (জিয়া বা এরশাদের মত) কিম্বা পর্দার পেছেনে থেকে বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী আঠারো মাস পর তথাকথিত নির্বাচন দিয়ে মান্নান ভুঁইয়া গংদের ক্ষমতায় নিয়ে আসার মধ্যে আসলে কি কোন মৌলিক পার্থক্য আছে? Either way, Bangladesh is on the verge of losing democracy for one more time.

I hate to see Sheikh Hasina and Khaleda Zia once again rivaling for the power in their nastiest way or leading Awami League and BNP. But it also appears at this point that they are the only two persons who cannot be bought so easily like Mannan Bhuiyan or Amir Hossain Amu through any apparent political deal. Somehow, these two ladies appear to have somewhat ability to stand back and bring back democracy in Bangladesh no matter how weak that democracy is. It's really an irony that despite their blatant failure as Prime Ministers, these two ladies have turned out in the present political context to be the last hope for the Bangladeshis to live once again in a truly democratic Bangladesh.

আমেরিকা
১০ই সেপ্টেম্বর, ২০০৭